ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৩তম সংখ্যা

০৩ শ্রাবণ ১৪২৩, ১৮ জুলাই ২০১৬

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গত ১ জুলাই ২০১৬ প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে বেলুন উড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানে সামরিক শাসকরা দায়ী -উপাচার্য

উৎসবমুখর পরিবেশে গত ১ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও মানবিক চেতনা বিকাশে উচ্চশিক্ষা"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বর্ণাঢ্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, গবেষণা ও আবিস্কার বিষয়ক প্রদর্শনী প্রভৃতি।

সকাল সোয়া ১০টায় প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলে জাতীয় পতাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচী শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দিনব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এর আগে সকাল ১০টায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন হল থেকে শোভাযাত্রাসহ প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলে জমায়েত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভ্যাগত অতিথি, ছাত্র-ছাত্রী, বিএনসিসি, রোভারস্ ও রেঞ্জারস ইউনিটের সদস্যরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়।

সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বর্তমান শতাব্দীকে জ্ঞান -বিজ্ঞানের শতাব্দী হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, আধুনিক সমাজে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের উত্থান কাম্য নয়। বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানে সামরিক শাসকরা দায়ী উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান জারি করে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে গত ১ জুলাই ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপিত

সম্প্রীতি ও উৎসাহের সাথে উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপিত হয়েছে।

গত ৭ জুলাই ২০১৬ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআয় ঈদের দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের প্রথম জামাত সকাল ৮:০০টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের সিনিয়র ইমাম খতীব ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন এবং দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম খতীব হাফেজ নাজীর মাহমুদ।

এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মেইন গেইট সংলগ্ন মাঠে সকাল ৮:০০টায় এবং শহীদুল্লাহ হল লনে সকাল ৮:০০ টায় ঈদ-উল-ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের জামাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নামাজ শেষে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বাসভবনে সকালে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হতে হবে - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গত ১৮ জুলাই ২০১৬ উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ভবনে স্থাপিত ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ গুরুত্বারোপ করেন।

আইকিউএসি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি দিবস উপলক্ষে উপাচার্যের শুভেচ্ছা বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এক শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেছেন। বাণীতে উপাচার্য বলেন, "এক শতকের অনন্য এক মাইলফলক ছোঁয়ার অভিযাত্রায় ৯৫তম বছরে পা রাখলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করা, দেশের নাগরিকদের আধুনিক জীবনাদর্শে উজ্জীবিত করা, তাঁদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিবান্ধব করে তোলার ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের সূতিকাগারও এ বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রদীপ্ত বাংলাদেশের সকল শ্রেষ্ঠ অর্জনের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক অতি সুগভীর।"

তিনি আরও বলেন, "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বিনির্মাণের পথে বিষকাঁটাস্বরূপ লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের শেকড় উপড়ে ফেলে মানবিক চেতনার অনন্য এক বাংলাদেশ গড়াই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও মানবিক চেতনা বিকাশে উচ্চশিক্ষা।' মেধাবী প্রজন্ম তাদের মেধা, সৃষ্টিশীলতা আর মানবিক-নৈতিক মূল্যবোধ ও চেতনায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আরো উর্বর ও ঐশ্বর্যান্বিত করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।"

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে ও দেশবাসীকে জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। একইসাথে এ উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ঢাবি কোষাধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ পদে দ্বিতীয়বারের মতো নিয়োগ লাভ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর ১৪(১) ধারা মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৬ জুন ২০১২ তারিখে প্রথমবার কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করায় অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

দ্বিতীয় মেয়াদে নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ১৯৬৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগ থেকে বি.কম (সম্মান) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান এবং এম. কম পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০২ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০০৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১০ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন ২০০২ সালে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের হাউজ টিউটর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও সেক্রেটারি এবং প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মেধাবৃত্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ থেকে বি কম (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় 'ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন পদক', ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বেস্ট পিএইচ ডি থিসিস এ্যাওয়ার্ড' এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ থেকে 'ডিনস এ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। উল্লেখ্য, প্রথম মেয়াদে তিনি ২০১২ সালের ৯ জুন থেকে ২০১৬ সালের ৮ জুন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানে সামরিক শাসকরা দায়ী -উপাচার্য

*(১ম পৃষ্ঠার পর) একাত্তরের ঘাতক ও মৌলবাদীদের এদেশে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। এ ধরণের মানুষের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল করা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, এটাই সত্য। এর বাইরে যা বলা হবে তা ইতিহাসের বিকৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে- উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা উচ্চশিক্ষাকে সেই উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে চাই - যেখানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ থাকবে না।

মূল প্রবন্ধে রামেন্দু মজুমদার বলেন, মানবিক বোধ জাগ্রত করার একটা বড় ক্ষেত্র হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা মানুষকে মানুষ হবার শিক্ষা দেয়, মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে উদ্বুদ্ধ করে এবং সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তি দিয়ে তাকে সবকিছু বুঝাতে সহায়তা করে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে মানববিদ্যার চর্চা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষার কেন্দ্র নয়, তার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান চর্চা। শিক্ষার আলো জ্বালানো ছাড়া মনের অন্ধকার দূর করা যাবে না। দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে আপনা আপনিই দূর হবে সকল অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্তি। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য গৌরবের অংশী হয়ে আমাদের সত্যিকার মানুষ তৈরির শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী, কার্জন হলে বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্ভাবিত চিকিৎসা প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও গবেষণা প্রদর্শনী এবং চারুকলা অনুষদে চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া, উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৩০ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল দিনব্যাপী নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে হল, বিভাগ ও অফিসসমূহ ঐদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত খোলা ছিল।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে

*(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো: ইউসুফ আলী মোল্লাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, সম্প্রচার কর্মীসহ পেশাদার স্নাতক তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু স্নাতকের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটছে না। এ কারণেই তারা হত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নেও কাজ করবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন মসজিদে গত ৭ জুন ২০১৬ কারিগরী কর্মচারী সমিতি আয়োজিত কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে উপাচার্যকে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে। এসময় সমিতির সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ গত ২ জুলাই ২০১৬ বার্ধক্যজনিত কারণে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ দেশের একজন প্রতিথযশা পদার্থবিজ্ঞানী, গবেষক এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা ও গবেষণায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আন্তরিক দায়িত্ববোধের পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর অবদান বিশ্ববিদ্যালয় স্মরণ রাখবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত।

উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক ললিত মোহন নাথের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যুকালে অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথের জন্ম ১৯৩৫ সালের ৫ মে। ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৫৪ সালে কানুনগো পাড়া কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।

১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএসসি অনার্স এবং ১৯৫৮ সালে থিসিস গ্রুপে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যায় আগ্রহী ললিত মোহন নাথের গবেষণার বিষয় ছিল নিউক্লিয় বিক্রিয়া। ১৯৬১-১৯৬২ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ক্রেমারের অধীনে পিএইচ ডি লাভ করে ৬০ দশকের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসেন। পুনরায় ১৯৬৯ সালে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফেলোশীপ লাভ করে স্বপরিবারে লন্ডন গমন করেন। তখন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালামের তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণার কাজ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ললিত মোহন নাথ ১৯৬০ সালে ঢাকা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের জুনিয়র গবেষক বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পিএইচ ডি গবেষণা সম্পন্ন করে লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন করে আণবিক শক্তি কেন্দ্রেই বিজ্ঞানী পদে যোগদান করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহে লন্ডন থেকে এসে তিনি শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ১৯৭২ সালে যোগদান করেন এবং ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নানা একাডেমিক বিষয়ে ছিল তাঁর দখল। ক্লাসিক্যাল কিংবা কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিষয়ে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দান করেছেন তেমনি ইলেকট্রোডাইনামিক্স-এ ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। ২০১১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীবনব্যাপী পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেন 'রাজ্জাক-শামসুন লাইফ টাইম এচিভমেন্ট' এ্যাওয়ার্ড।

অধ্যাপক ললিত মোহন নাথের মরদেহ গত ৫ জুলাই ২০১৬ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গুণগ্রাহীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁর বহুসংখ্যক গুণগ্রাহী পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১১ জুলাই ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ ছিলেন বাংলাদেশের বন্ধু। তিনি একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের খবর তাঁর বস্তুনিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা সাংবাদিক শনবার্গ কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ক প্রতিবেদন এবং যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে প্রচার করার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত ছিলেন। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

উপাচার্য সিডনি শনবার্গের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

একাত্তরে ঢাকায় বসে ২৫ মার্চের গণহত্যা সিডনি শনবার্গ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ নিয়ে খবর প্রকাশের কারণে পাকিস্তান সরকার অন্যান্য বিদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁকেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করেছিল। বহিষ্কৃত হলেও শনবার্গ নিউ ইয়র্ক টাইমসের দিল্লি ব্যুরো চিফ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ঢুকে পড়েন মুক্তাঞ্চলে, প্রত্যক্ষ করেন মুক্তিযুদ্ধের নানা অভিযান, ঘুরে দেখেন শরণার্থী শিবিরগুলো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকারের অনুমতি নিয়ে একাত্তরের জুন মাসে আবার বাংলাদেশে আসেন তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে আবারও তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেয় পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ডিসেম্বর মাসে যশোর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শনবার্গ।

বাংলাদেশের পর যুদ্ধের খবর সংগ্রহে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় যান শনবার্গ। পঁচাত্তরে কম্বোডিয়ায় খেমার রুজ শাসনামলে গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহের সময় সহযোগী সাংবাদিক ডিথ প্রাণের গেরিলাদের হাতে বন্দি হওয়া এবং সেখান থেকে বেঁচে আসা নিয়ে 'দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অব ডিথ প্রাণ' শিরোনামে একটি বই লেখেন তিনি। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ওই বই নিয়ে পরে 'দ্য কিলিং ফিল্ডস' নামে চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

১৯৭৫ সালে কম্বোডিয়ায় গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া এই মার্কিন সাংবাদিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে 'ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। বইটি বাংলায় প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থা 'সাহিত্য প্রকাশ'।

উল্লেখ্য, সিডনি শনবার্গ গত ৯ জুলাই ২০১৬ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউ ইয়র্কের পগকিপসি শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

ভারতীয় চিত্রশিল্পী কে জি সুভ্রামানিয়ান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

প্রথিতযথা ভারতীয় চিত্রশিল্পী এবং বরদা'র মহারাজা সায়াজিরাও ইউনিভার্সিটির এমিরিটাস অধ্যাপক কে জি সুভ্রামানিয়ান-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২ জুলাই ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, "অধ্যাপক কে জি সুভ্রামানিয়ান বিশ্ববিখ্যাত একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতবর্ষের শিল্প জগতে শুধু নয়। পৃথিবীর ধ্রুপদী শিল্পকলার অনন্য ধারায় তিনি তাঁর স্বকীয়তায় অম্লান হয়ে থাকবেন। তিনি ট্যারাকোটা ম্যুরাল, গ্লাস-পেইন্টিং, শিশুতোষ গ্রন্থের চিত্রকরণ, ভারতীয় ঐতিহ্য ও মিথ-এর সমন্বয়ে তাঁর চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যকর্মে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অধ্যাপক কে জি সুভ্রামানিয়ান-এর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্গণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।"

উপাচার্য প্রয়াত চিত্রশিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্ট চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কে জি সুভ্রামানিয়ান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখার্জী এবং রাম কিনকার বাইজ-এর অধীনে তাঁর শিল্পকলার হাতেখড়ি। তিনি ১৯৫৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপ অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'পদ্মশ্রী ১৯৭৫', 'পদ্মভূষণ ২০০৬' এবং 'পদ্মবিভূষণ ২০১২' লাভ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক কে জি সুভ্রামানিয়ান গত ২২ জুন ২০১৬ ভারতে তাঁর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত প্রকাশনাটি বাজেয়াপ্ত ও প্রত্যাহৃত

৯৫ তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনায় তার লিখিত 'স্মৃতি অম্লান' শীর্ষক লেখাটিতে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থাকার কারণে প্রকাশনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গত ১ জুলাই ২০১৬ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত ও প্রত্যাহৃত উক্ত প্রকাশনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানকে অব্যাহতি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই আদেশ ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১ জুলাই ২০১৬ তাকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।

৩৬জন গবেষকের পিএইচ ডি এবং ৩৪জনের এম ফিল ডিগ্রী লাভ

গত ২১ জুন ২০১৬ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ৩৬জন গবেষককে পিএইচ ডি এবং ৩৪জন গবেষককে এম ফিল ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

পিএইচ ডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং তাঁদের তত্ত্বাবধায়করা হচ্ছেন: কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে নীলাঞ্জনা সরকার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী; ইয়াসমিন আরা সাথী এবং মো: শরিফুল ইসলাম, তাঁদের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ; তারিক মনজুর, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক; ইংরেজী বিভাগের অধীনে আসমা চৌধুরী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম; আরবী বিভাগের অধীনে কামরুজ্জামান শামীম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মো: আব্দুল্লাহ এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: আবদুল কাদির; মো: মোসলেহ উদ্দিন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ; ইতিহাস বিভাগের অধীনে ইফাত আরা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল; দর্শন বিভাগের অধীনে সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো: জসিম উদ্দিন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহা: আব্দুল বাকী; মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ; রাফিয়া সুলতানা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলম; বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রসায়ন বিভাগের অধীনে ফেরদৌসী বেগম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: আবু বিন হাসান সুসান এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: ইউসুফ আলী মোল্লা; শিরীন আক্তার জাহান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: আবু বিন হাসান সুসান এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: ইউসুফ আলী মোল্লা ও ড. সামিনা আহমেদ; বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্গত ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো: আরিজুল ইসলাম খান এবং মোহাম্মদ আজহার ছিদ্দিক চৌধুরী, তাঁদের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: আতাউর রহমান; একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে মো: সাহাদ চৌধুরী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. রিয়াজুর রহমান চৌধুরী; মার্কেটিং বিভাগের অধীনে সারা সারোয়ারী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম; ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক এম. শাহ্জাহান মিনা; মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এম. ফরিদ আহমেদ এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এইচ. এম. মোশাররফ হোসেন; সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রওশন আরা বেগম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন; ফেরদৌস জামান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন; মো: এ. বি. ছিদ্দিক, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা; গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধীনে আনিস পারভেজ, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরিন এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. জাকির হোসাইন রাজু; এ কে এম শামসুল আরেফিন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ; লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে মাসুদা কামাল, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব; শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধীনে সুলতানা নাজমীন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন; জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মো: মাহমুদুল ইসলাম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মহিউদ্দিন ও যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহ মোহাম্মদ উল্লাহ; কানিজ আকলিমা সুলতানা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এস. এম. ইমামুল হক; উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে হোসনে আরা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: আবুল হাসান; নাসিমা ইসলাম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকার ও যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হক; প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে তাহমিনা সিদ্দিকা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. হামিদা খানম;

মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোসা: আখতারা বানু, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মাহফুজা খানম; ফার্মেসী অনুষদের অন্তর্গত ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে মো: ফয়সল হোসেন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফ এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও অধ্যাপক ড. মো: ওমর ফারুক খান; আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের অন্তর্গত ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মাহমুদ উন নবী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ এম এম আমানত উল্লাহ খান; এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী অনুষদের অন্তর্গত ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে মো: আজিজুল হক, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. ফারুক আহমেদ।

এম ফিল ডিগ্রীপ্রাপ্তরা এবং তাঁদের তত্ত্বাবধায়করা হচ্ছেন: কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে শাহিনা খাতুন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর-রহমান; ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে জহুরা আক্তার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: মুহসীন উদ্দীন মিয়া; ইতিহাস বিভাগের অধীনে জাকিয়া সুলতানা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল; শামীমা নাসরীন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম; দর্শন বিভাগের অধীনে আবদুল কুদ্দুস, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান; কাজী শোয়েবুর রহমান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহা: আব্দুল বাকী; ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মো: আনিসুর রহমান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: তৌফিকুল হায়দার; তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. সালমা চৌধুরী; ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

এডিবি প্রতিনিধি

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর প্রিন্সিপাল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সানহা লি গত ১৩ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রউফ তালুকদার, সাবেক সচিব এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ খান, উপ-সচিব মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর অধ্যাপক ড. মোঃ জাওয়াদুর রহিম জাহিদ এবং সহকারী অধ্যাপক মোঃ রেজাউল কবির উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এডিবি প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিল্প, বাণিজ্য ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি বিশেষজ্ঞদল

যুক্তরাজ্যের দি ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড-এর ওয়াটার প্রোগ্রামের পরিচালক ও স্কুল অব জিওগ্রাফি এন্ড এনভায়রনমেন্ট-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. রব হপ এবং এবং একই বিভাগের অক্সফোর্ড ওয়াটার নেটওয়ার্কের ইএসপি ডেল্টা প্রজেক্টের হাইড্রোলজিস্ট এমিলি বারবার গত ১৭ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আবু ইউসুফ।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের দি ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড-এর মধ্যে দুর্যোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ভারতীয় অধ্যাপক

কলকাতাস্থ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখার্জী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রবীন্দ্র চেয়ার" হিসাবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি গত ১৮ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের পরিচালক জয়শ্রী কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক মুখার্জী তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা, সংগীত, সংস্কৃত, দর্শন এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে কাজ করবেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর প্রিন্সিপাল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সানহা লি গত ১৩ জুলাই ২০১৬ অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের দি ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড-এর স্কুল অব জিওগ্রাফি এন্ড এনভায়রনমেন্ট-এর ওয়াটার প্রোগ্রামের পরিচালক ড. রব হপ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সফোর্ড ওয়াটার নেটওয়ার্কের হাইড্রোলজিস্ট এমিলি বারবার গত ১৭ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

কলকাতাস্থ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখার্জী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রবীন্দ্র চেয়ার" হিসাবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি গত ১৮ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

৩৬জন গবেষকের পিএইচ ডি এবং ৩৪জনের এম ফিল ডিগ্রী লাভ

*(২য় পৃষ্ঠার পর) ওয়াহিদা ফেরদৌস, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ; ফাহমিদা ফেরদৌস, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ; সংগীত বিভাগের অধীনে ছন্দা চক্রবর্ত্তী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মহসিনা আক্তার খানম; আইন অনুষদের অন্তর্গত আইন বিভাগের অধীনে নূরনাহার বেগম শিউলী, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নাইমা হক; বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্গত ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোঃ আরিফুর রহমান, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা; ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে শামীমা আকতার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এ এ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী; একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে রুমানা নাসরিন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মোঃ মাকসুদুর রহমান সরকার; মোঃ বাবর, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার; ফিরোজা রশীদ, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন ভূইয়া; ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধীনে সৈয়দ ফজল-ঈ-করিম, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম; সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোঃ ফরহাদ নাছিম টুটুল, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নিলুফার পারভীন; সালমা আক্তার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন; মোহাম্মদ এনামুল আলম তালুকদার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. সাব্বির আহমেদ; লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে এ. বি. এম. জিয়াউল কবির, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ; জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে শামীমা নাসরিন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুর রব মোল্লা ও অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া; অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মনিকা সুলতানা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মাহমুদা ইয়াসমিন; তাহছিনা জয়নাব, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আহসান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল মনছুর; মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে জেবিন নাহার, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. পারভীন হক; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস-এর অধীনে সাবরিনা আহমেদ, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. প্রদীপ কুমার সেন গুপ্ত; এস এম জাহিদ হাসান আরেফীন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. এস এম সাঈদুর রহমান মাশরেকী; Mahesh Kumar Khanal, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. এম এস মনসুর আহমেদ; শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মরিয়ম বেগম; পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে নুহাদ রাইসা সেঁওতি, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন ও যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মোঃ মহিদুজ্জামান; সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে সাবিহা আফরীন, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম; এবং তানভীনা সুলতানা, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. তানিয়া রহমান।

২৯ জুন,২০১৬ বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন কনফারেন্স হলে বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি ড. মোহাম্মদ শামছুল হক ভূইয়া এম.পি।

মোঃ এনামউজ্জামানের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মোঃ এনামউজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁকে গত ১২ জুলাই ২০১৬ এই দায়িত্ব প্রদান করেন। মোঃ এনামউজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতরে উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-১) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঢাবি-এ Department of Organization Strategy and Leadership খোলা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীনে 'Department of Organization Strategy and Leadership' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে । এই বিভাগে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল মঈন-কে ৩ বছরের জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ঢাবি-এ আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সাইন্সেস অনুষদের অধীনে 'আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উক্ত বিভাগের চেয়ারপার্সন হিসেবে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদকে নিযুক্ত করেছেন।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের উদ্যোগে গত ৩০ মে ২০১৬ থেকে জীববিজ্ঞান অনুষদের কনফারেন্স রুমে বিভাগীয় এম ফিল শিক্ষার্থীদের জন্য 'Clinical Supervision'-এর উপর ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি পরিচালনা করেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. এম কামরুজ্জামান মজুমদার।

তৎকালীন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন এই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আবুল কালাম আজাদ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার শামীমা আক্তার। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ মাহ্মুদুর রহমান।

গত ২৯ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ বি এম শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ক্লাবের সম্পাদক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মল চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবক ট্রাফিক (আইন শৃংখলা ও রক্ষণাবেক্ষণ) আয়োজিত পবিত্র রমজানের আলোকে আলোচনা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে উপাচার্য সুবিধাবঞ্চিত ও দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেন।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে গত ১ জুলাই ২০১৬ ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক র‌্যালির নেতৃত্ব দেন।

মির্জা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও বেগম বদরুননেসা ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের 'মির্জা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও বেগম বদরুননেসা ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা পরিবারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকার একটি চেক গত ২৯ মে ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ড. এম হাবিবুল্লাহ কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমবি এ ভবনে 'ক্যাপসুল লিফট' স্থাপনের জন্য সাউথ ইস্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. শহীদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম।

'বাঁধন ট্রান্সফিউশন সেন্টার' স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় 'বাঁধন ট্রান্সফিউশন সেন্টার' স্থাপনের জন্য বাঁধন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আরও ১৫ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাঁধন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো: শাহিদুল ইসলাম রিপন গত ২৯ জুন ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে অনুদানের এই চেক হস্তান্তর করেন। ইতোপূর্বে প্রদত্ত ২০ লাখ টাকাসহ এ নিয়ে ফাউন্ডেশনের মোট অনুদানের পরিমাণ ৩৫ লাখ টাকায় দাঁড়ালো।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের উপদেষ্টা রকিব আহমেদ, এস এম কোরবান আলী, মো: ফরহাদ হোসেন সুমন, মীর নাইমুর রহমান নাঈম, ফরাজী আব্দুল কাদেরসহ বাঁধনের প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে -উপাচার্য

সেন্টার ফর ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ-এর উদ্যোগে 'Informatics, Electronics & Vision (ICIEV)' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৩ মে ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। আইইই কম্পিউটার সোসাইটি, আইইই পামি টেকনিক্যাল কমিটি, ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্স, ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স অব জাপান, জাপান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, ইনস্টিটিউট অব মোবাইল অব জাপান এবং জাপান ইনস্টিটিউট অব নেভিগেশন-এর সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের জেনারেল চেয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: আতিকুর রহমান আহাদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেনারেল কো-চেয়ার ও জাপানের হিউগু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিওজি কাবাশি এবং সেশন চেয়ার অধ্যাপক লুৎফর রহমান বক্তব্য রাখেন। নেদারল্যান্ডস এর টুয়েনটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ্যান্টন নিজহোল্ট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শঙ্কর কে পাল এবং অধ্যাপক নিখিল আর পাল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সম্মেলন গবেষক তথা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, জাপান, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবের বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের বিভিন্ন টেকনিক্যাল সেশনে মোট ২১৯টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

ঢাবি-এ 'বর্ণিল বাংলাদেশ ঈদ আনন্দ শোভাযাত্রা'

'নানান রঙের কান্ড, হৃদয়ে নিয়ে যাও আনন্দ' প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ ঈদ আনন্দ শোভাযাত্রা পরিষদ ও বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের যৌথ আয়োজনে গত ৮ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে 'ঈদ আনন্দ শোভাযাত্রা' বের করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম টুব্বুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. জাফর আহমেদ খান।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি ঈদের আনন্দমুখর পরিবেশে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় সংঘটিত মর্মান্তিক জঙ্গি হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি গুলশানে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কিশোর-তরুণদের বিভ্রান্ত করে এ ধরনের ঘটনার প্রতি সকলকে সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে উপাচার্য এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান, চিত্রনায়ক ফারুক, নারী উদ্যোক্তাসহ বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

"দিলের ঢাকা আমগো ঢাকা" স্লোগান নিয়ে নানা আয়োজনে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'ঢাকাবাসী'র উদ্যোগে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে 'ঈদ পুনর্মিলনী ও বাকরখানি প্রদর্শনী' গত ১৭ জুলাই ২০১৬ রাজধানীর হাজারীবাগ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ঢাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি মো. শুকুর সালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও চকবাজারের বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী আবদুস সালাম।

কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন-এর দায়িত্বে অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল

বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল গত ২৭ জুন ২০১৬ কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, কলা অনুষদের নির্বাচিত ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে যোগদান করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী ২৩ জুন ২০১৬ তারিখ থেকে অনধিক ৯০ দিন অথবা পরবর্তী নির্বাচিত ডিন কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত (যা আগে ঘটবে তা কার্যকর হবে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামালকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

শিক্ষা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হলেন এম জেড কে রফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হলেন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর অধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক এম জেড কে রফিকুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ২৭(৫) এবং অধ্যাদেশের (২য় খণ্ড) নির্বাচন সংক্রান্ত ১৮নং অধ্যায়ের ৮নং ধারা অনুযায়ী এম জেড কে রফিকুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই শিক্ষা বর্ষের (২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮) জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫